

# আমেরিকার ভবষিৎ এবং ১৮ জুলাই, ২০২০ - সংখ্যা দুই

বার্তাটা খাওয়া

Jeff Pippenger  
2023-08-24

কৃপাকাল বন্ধ হওয়ার ঠকি আগে একটি আদেশে দেওয়া হয়: "এই গ্রন্থের ভাববাণীর বাক্যগুলি সলি করো না।"

আর তিনি আমাকে বললেন, এই পুস্তককে ভবষিৎবাণীর কথাগুলিকে সীলমোহর করো না; কারণ সময় আসন্ন। যে অন্যায় করে, সে যেন আরও অন্যায় করুক; যে অপবিত্র, সে যেন আরও অপবিত্র হোক; যে ধার্মিক, সে যেন আরও ধার্মিকতা করুক; আর যে পবিত্র, সে যেন আরও পবিত্র হোক। প্রকাশিত বাক্য ২২:১০, ১১।

প্রকাশিত বাক্যের পঞ্চম অধ্যায়ে, ঈশ্বর পতি তাঁর সংহাসনে আসীন, এবং তাঁর হাতে একটি পুস্তক রয়েছে যা সাতটি মোহর দিয়ে সলি করা।

আর আমি দেখলাম, সংহাসনে বসে থাকা তাঁর ডান হাতে একটি পুস্তক; স্টেটে ভেতরের দিকে ও বাইরের দিকেও লেখা ছিল, এবং তা সাতটি সীলমোহর দিয়ে সলি করা ছিল।  
প্রকাশিত বাক্য ৫:১।

প্রথম পদ থেকে শুরু হওয়া বরণনাট যখন অধ্যায় সাত পর্যন্ত এগিয়ে চলে, তখন আমরা দেখি যে যিশু—যহীদা গোত্রের সংহ হসিবে যিনি উপস্থাপিত—তিনিই পতির হাত থেকে পুস্তকটি গ্রহণ করেন এবং ধারাবাহিকভাবে মোহরগুলো খুলতে শুরু করেন। যখন তিনি ষষ্ঠ মোহরটি খুলে সেই মোহর দ্বারা উপস্থাপিত বার্তাটি প্রকাশ করেন, তখন ষষ্ঠ অধ্যায়টির সমাপ্তি ঘটে। এটি একটি প্রশ্ন দিয়ে শেষ হয়, যা আমাদেরকে সপ্তম অধ্যায়ে নিয়ে যায়, যেখানে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ পদে উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তর পাই।

কারণ তাঁর ক্রোধের মহাদনি এসে গেছে; এবং কে দাঁড়াত পারবে? প্রকাশিত বাক্য ৬:১৭।

সপ্তম অধ্যায়ে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এবং "বৃহৎ জনসমষ্টি"-র পরচিহ্ন দেওয়া হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বরের লোকদের উপস্থাপনের পর, আমরা দেখি সীলমোহরগুলোর সপ্তম এবং শেষটা খোলা হচ্ছে। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে যে আরেকটি সীলমোহরবদ্ধ ভবষিৎবাণী আছে, তা হলো দশম অধ্যায়ের সাতটি বিজরধ্বনি সরল কথায়, প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে যে একমাত্র ভবষিৎবাণী সীলমোহরবদ্ধ এবং অনুগ্রহকাল শেষে হওয়ার আগে যা উন্মোচিত হতে পারে, সেটা হলো "সাত বিজরধ্বনি"।

বহু বছর, না হলে কয়েক দশক ধরে ফাউচার ফর আমেরিকা 'সাতটি বিজরধ্বনি' কী নির্দেশে করে তা চিন্তিত করে আসছে। 'সাতটি বিজরধ্বনি' ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত মলিরাইট আন্দোলনের ইতিহাসকে নির্দেশে করে। সিস্টার হোয়াইট এই সত্যটি নিশ্চিত করেন এবং যোগ করেন যে 'সাতটি বিজরধ্বনি' আরও 'ভবষিৎ ঘটনাবলি, যা তাদের ক্রমানুসারে প্রকাশিত হবে'—তাও নির্দেশে করে। যারা এই ভবষিৎবাণীমূলক বাস্তবতাবলির সঙ্গে অপরিচিত, তাদের জন্য হাবাক্কূকের টবেলিসমূহে এই তথ্যগুলোর

একটি বিস্তারিত উপস্থাপন পাওয়া যায়।

অতীতে সাতটি বিজুরধ্বনি বিষয়ে যে সত্য উপস্থাপিত হয়েছে, তা এখনও সত্য; কিন্তু এ বছরের আগস্ট মাস থেকে প্রভু এই বিষয়গুলোর উপর থেকে তাঁর হাত সরিয়ে নিয়েছেন এবং আরও বোঝাপড়া প্রকাশিত হয়েছে। আমরা প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায় থেকে শুরু করব, তারপর অধ্যায়টি সম্পর্কে সিস্টার হোয়াইটের ভাষ্য বিবেচনা করব। এটি করার আগে, আমাদের সাতটি বিজুরধ্বনি বিষয়ক বিবেচনার সঙ্গে সম্পর্কহীন দুটি বিন্দু চিহ্নিত করতে হবে।

প্রথমত, সাতটি বিজুরধ্বনি যে সত্য এখন উন্মোচিত হয়েছে, তার সঠিক পরিচয় স্থাপন করতে এবং সাতটি বিজুরধ্বনি যা যা প্রতিনিধিত্ব করে সেগুলোকে যথাস্থানে বসাতে সত্যের বেশ কয়েকটি ধারার প্রয়োজন হবে। এখানই, আমি প্রার্থনা করি, সন্তদের ধর্মের প্রকাশ পায়। এর সঙ্গে যুক্ত দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, এই প্রবন্ধগুলোর অডিও উপস্থাপনা তৈরি করে এমন প্রোগ্রামটির পড়া ও বলা—এই দুয়ের সময়সীমা নির্দিষ্ট; এটি নির্ধারণিত সময়ের বেশি চলতে পারবে না। প্রতিটি প্রবন্ধকে সেই সময়সীমার মধ্যে রাখতে হবে। এই অধ্যয়ন শুরু থেকেই আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে সাতটি বিজুরধ্বনি যে সত্য প্রতিনিধিত্ব করে তা প্রতিষ্ঠা করতে কয়েকটি প্রবন্ধ লাগবে। এবার দশম অধ্যায়ে আসি।

আমি স্বর্গ থেকে আরকে শক্তিশালী স্বর্গদূতকে নামে আসতে দেখলাম, যিনি মিথ্যে আচ্ছাদিত; এবং তাঁর মাথায় ছিল একটি রামধনু, তাঁর মুখ যেন সূর্যের মতো, এবং তাঁর পা যেন অগ্নিস্তম্ভের মতো। তাঁর হাতে ছিল একটি খোলা ছোট বই; এবং তিনি তাঁর ডান পা সমুদ্রের উপর, আর বাঁ পা স্থলরে উপর রাখলেন, এবং উচ্চ স্বরে ডাক দিলেন, যমেন সহি গরজন করে; আর তিনি যখন ডাক দিলেন, তখন সাতটি বিজুর তাদের বাক্য উচ্চারণ করল। আর যখন সেই সাতটি বিজুর তাদের বাক্য উচ্চারণ করল, আমি লিখিতে উদ্যত হলাম; কিন্তু আমি স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর শুনলাম, যা আমাকে বলল, সাতটি বিজুর যে বিষয়গুলো উচ্চারণ করছে সেগুলো সলি করে রাখো, এবং সেগুলো লিখো না। আর যাকে আমি সমুদ্রের উপর ও স্থলরে উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেই স্বর্গদূত স্বর্গের দিকে তাঁর হাত তুললেন, এবং শপথ করলেন তাঁর নামে যিনি যুগে যুগে জীবিত, যিনি সৃষ্টি করছেন স্বর্গ এবং তাতে যা কিছু আছে, এবং পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে, এবং সমুদ্র এবং তাতে যা কিছু আছে—যে আর সময় থাকবে না; কিন্তু সপ্তম স্বর্গদূতের কণ্ঠধ্বনির দিনগুলোতে, যখন সে ধ্বনি করতে শুরু করবে, তখন ঈশ্বরের রহস্য সম্পূর্ণ হবে, যমেন তিনি তাঁর দাস নবীদের কাছে ঘোষণা করছেন। আর যে কণ্ঠস্বর আমি স্বর্গ থেকে শুনছিলাম, সেটি আবার আমার সঙ্গে কথা বলল এবং বলল, যাও, সমুদ্রের উপর ও স্থলরে উপর দাঁড়ানো স্বর্গদূতের হাতে যে খোলা ছোট বইটি আছে, তা নিয়ে নাও। আমি স্বর্গদূতের কাছে গিয়ে তাকে বললাম, আমাকে সেই ছোট বইটি দাও। তিনি আমাকে বললেন, এটি নাও এবং খেয়ে ফেলো; এটি তোমার পটে তক্ত করবে, কিন্তু তোমার মুখে মধুর মতো মষ্টি হবে। আমি স্বর্গদূতের হাত থেকে সেই ছোট বইটি নিয়ে তা খেয়ে ফেললাম; এটি আমার মুখে মধুর মতো মষ্টি ছিল; আর আমি তা খেয়েই আমার পটে তক্ত হয়ে গেলে। আর তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে আবার বহু জনগণ, জাতি, ভাষা ও রাজাদের সামনে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে। প্রকাশিত বাক্য ১০:১-১১।

দশম অধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সিস্টার হোয়াইট বলেন:

যোহনকে নির্দেশে দিয়েছিলেন যে পরাক্রমশালী স্বর্গদূত, তিনি যীশু খ্রিস্ট ছাড়া আর কউে নন। সমুদ্রের উপর তাঁর ডান পা এবং শুকনো ভূমির উপর তাঁর বাম পা স্থাপন করা,

শয়তানরে সঙ্গে মহাসংঘর্ষরে শেষে পরবগুলতি তে নি যি ভূমিকা পালন করছনে, তা প্রকাশ করে। এই অবস্থান সমগ্র পৃথিবীর উপর তাঁর সর্বোচ্চ ক্ৰমতা ও কর্তৃত্ব নরিদশে করে। এই সংঘর্ষ যুগে যুগে ক্রমশ আরও প্রবল ও দৃঢ়তর হয়ছে, এবং চলতে থাকবে, সেই সমাপনী দৃশ্য পর্যন্ত, যখন অন্ধকারেরে শক্তগিলোর দক্ষ কার্যকলাপ তাদের চূড়ায় পৌঁছাবে। শয়তান, দুষ্টি লোকদেরে সঙ্গে মলিতি হয়ে, সারা বশ্বিকে এবং যারা সত্বরে প্রতিপ্ৰমে গ্রহণ করে না এমন গরিজাগুলিকে প্রতারণা করবে। কনিতু সেই পরাক্রমশালী স্বর্গদূত মনোযোগ দাবি করনে। তিনি উচ্চ স্বরে ঘোষণা করনে। সত্বরে বরিোধতি করতে শয়তানরে সঙ্গে যারা এক হয়ছে, তাঁদেরে কাছে তিনি তাঁর কণ্ঠরে শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন করবনে।

এই সাতটি বিজুর যখন কথা বলল, তখন দানযিলেরে ন্যায় ক্ৰমদূর গ্রন্থ সম্বন্ধে যোহনেরে কাছে নরিদশে আসে: 'সাতটি বিজুর যা বলছেলি, তা সীলমোহর করে রাখো।' এগুলো ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহরে সঙ্গে সম্প্রকতি, যা তাদেরে নিজ নিজ ক্রমে প্রকাশতি হবে। দনিসমূহরে শেষে দানযিলে তাঁর নরিধারতি অংশে দাঁড়াবনে। যোহন দেখনে যে ক্ৰমদূর গ্রন্থটি সীলমুক্ত হয়ছে। তখন পৃথিবীকে দেওয়ারে জন্ম প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তায় দানযিলেরে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাদেরে যথার্থ স্থান পায়। ক্ৰমদূর গ্রন্থটির সীলমুক্ত হওয়াই ছিল সময়সংশ্লিষ্ট বার্তা।

দানযিলে ও প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থদুটি এক। একটি ভবিষ্যদ্বাণী, অন্যটি প্রকাশ; একটি সলিমোহরতি গ্রন্থ, অন্যটি উন্মুক্ত গ্রন্থ। যোহন বজ্রধ্বনিসমূহ যে রহস্যসমূহ উচ্চারণ করেছিলি, সেগুলো তিনি শুনছিলি, কনিতু সেগুলো না লখোর আদশে তাঁকে দেওয়া হয়ছিলি।

যোহনকে দেওয়া বশিষে আলোকপ্রাপ্তি, যা সাত বজ্রধ্বনরি মাধ্যমে প্রকাশতি হয়ছিলি, ছিল এমন ঘটনাবলরি একটি রূপরেখা যা প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতরে বার্তার অধীনে ঘটবে। লোকদেরে পক্ষে এসব জানা শ্রয়ে ছিলি না, কারণ তাদেরে বশ্বিাসরে অবশ্যই পরীক্ষা হওয়া দরকার। ঈশ্বরেরে বধানে সর্বাধিক বস্মিয়কর ও অগ্রসর সত্বসমূহ ঘোষণা করা হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতরে বার্তা প্রচারতি হওয়ার কথা ছিলি, কনিতু এই বার্তাগুলি তাদেরে নরিদশি কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আরও কোনো আলো প্রকাশ করা হবে না। এরই প্রতীক হল সেই স্বর্গদূত, যিনি এক পা সমুদ্ররে উপর রেখে দাঁড়িয়ে, অত্বন্ত গম্ভীর শপথ করে ঘোষণা করনে যে আর সময় থাকবে না। সভেন্থে-ডে অ্যাডভেন্টিস্টি বাইবেলে কমনেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৭১।

১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ যে "পরাক্রমশালী স্বর্গদূত" অবতরণ করলনে, তিনি ছিলি খ্রিস্টি; এবং তাঁর হাতে এমন একটি বার্তা ছিলি যা যোহনকে খতে বলা হয়ছিলি। যোহন যা খয়েছিলি তা ছিলি একটি বার্তা, কনিতু সটে স্পষ্টতই এমন একটি বার্তা ছিলি যা বশ্বিরে জন্ম নয়, ঈশ্বরেরে লোকদেরে কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিলি। এই অংশে কারা লক্ষ্যশ্রোতা, তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ খ্রিস্টি ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ অবতরণ করেছিলি—যা প্রথম স্বর্গদূতরে বার্তার ক্ৰমতায়নেরে চহ্নি—এবং এর মাধ্যমে কখন প্রথম স্বর্গদূতরে বার্তা সমগ্র বশ্বিবে বহন করা হবে তা চহ্নিতি হয়ছিলি; কনিতু যোহনকে যে ছোট পুস্তকটি খতে বলা হয়ছিলি, সটে নরিদশে করছে কখন প্রোটেষ্ট্যান্টবাদ তার নতৃত্বরে ভার মলিরাইটদেরে কাছে সমর্পণ করেছিলি। যখন খ্রিস্টি সেই ছোট পুস্তকি নযি অবতরণ করলনে, তখন তিনি অরণ্যরে মণ্ডলীরে সঙ্গে তাঁর চুক্তিমূলক সম্প্রকরে অবসান ঘটাছিলি এবং একই সঙ্গে মলিরাইট জনগোষ্ঠীকে তাঁর নতুন মনোনীত চুক্তিবিধ প্রজা হিসেবে চহ্নিতি করেছিলি। মলিরাইটরা ছিলি এমন এক জনগোষ্ঠী, যারা পূর্বে

ঈশ্বররে প্রজা ছিলেন না। ভবিষ্যদ্বক্তারা কখনো একে অপররে বরিোধিতা করেন না।

আর তিনি আমাকে বললেন, হে মানবপুত্র, তোমার পায়ে উঠে দাঁড়াও, এবং আমিতোমার সঙ্গে কথা বলব। আর তিনি যখন আমার সঙ্গে কথা বললেন, তখন আত্মা আমার মধ্যে প্রবশে করল এবং আমাকে পায়ে দাঁড় করাল, যাতো আমি তাঁকে শুনতে পেলোম, যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন। আর তিনি আমাকে বললেন, হে মানবপুত্র, আমিতোমাকে ইস্রায়লেরে সন্তানদরে কাছে পাঠাচ্ছি, এক বদিরোহী জাতরি কাছে, যারা আমার বরিুদ্ধে বদিরোহ করছে; তারা এবং তাদের পতিপুরুষরা আমার বরিুদ্ধে অপরাধ করছে, আজ পর্যন্তও। কারণ তারা নরিলজুজ সন্তান এবং কঠোরচিত্ত। আমিতোমাকে তাদের কাছে পাঠাচ্ছি; এবং তুমি তাদের বলবে, প্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন। আর তারা শুনুক বা অগ্রাহ্য করুক (কারণ তারা এক বদিরোহী গৃহ), তবুও তারা জানবে যে তাদের মধ্যে একজন নবী ছিল। আর তুমি, হে মানবপুত্র, তাদের ভয় করো না, তাদের কথারও ভয় করো না, যদগি কাঁটা ও কাঁটাঝোপ তোমার সঙ্গে থাকে, এবং তুমি বিচ্ছুরে মধ্যে বাস করো; তাদের কথার ভয় করো না, তাদের চাহনতি ভীত হয়ো না, যদগি তারা এক বদিরোহী গৃহ। আর তারা শুনুক বা অগ্রাহ্য করুক, তুমি তাদের কাছে আমার কথা বলবে; কারণ তারা অত্বনত বদিরোহী। কনিতু তুমি, হে মানবপুত্র, আমিতোমাকে যা বলতি শোন; ঐ বদিরোহী গৃহরে মত তুমি বদিরোহী হয়ো না: তোমার মুখ খোলো, এবং আমি যা তোমাকে দহি তা খয়ে নাও। আর আমি যখন তাকালাম, দেখো, আমার দকি একটি হাত পাঠানো হল; আর দেখো, তাতো একটি গুটানো গরন্থপত্র ছিল; তিনি সিতে আমার সামনে মলে ধরলেন; এবং তাতো ভতিরো ও বাইরে লেখা ছিল; এবং তাতো বলিপ, শোক ও বপিদরে কথা লেখা ছিল। তদুপর তিনি আমাকে বললেন, হে মানবপুত্র, যা পাও তা খাও; এই গুটানো পত্রটি খাও, এবং ইস্রায়লেরে গৃহরে কাছে গিয়ে কথা বলো। তাই আমি আমার মুখ খুললাম, এবং তিনি আমাকে সেই গুটানো পত্রটি খতে দলিনে। আর তিনি আমাকে বললেন, হে মানবপুত্র, তোমার উদরকে খতে দাও, এবং আমি যে গুটানো পত্রটি তোমাকে দচ্ছি তা দিয়ে তোমার অন্তঃস্থল পূরণ করো। তখন আমি তা খলোম; এবং তা আমার মুখে মধুর মতো মষিটি ছিল। আর তিনি আমাকে বললেন, হে মানবপুত্র, যাও, ইস্রায়লেরে গৃহরে কাছে যাও, এবং আমার কথাগুলো দিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলো। কারণ তোমাকে অপরচিতি বচন ও কঠনি ভাষার কোন জাতরি কাছে নয়, বরং ইস্রায়লেরে গৃহরে কাছেই পাঠানো হয়ছে; অপরচিতি বচন ও কঠনি ভাষার বহু জাতরি কাছে নয়, যাদের কথা তুমি বুঝতে পার না। নশিচয়, যদা আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠাতাম, তারা তোমার কথা শুনত। কনিতু ইস্রায়লেরে গৃহ তোমার কথা শুনবে না; কারণ তারা আমার কথাও শোনো না: কারণ সমগ্র ইস্রায়লেরে গৃহ নরিলজুজ ও কঠোরচিত্ত। দেখো, আমি তোমার মুখ তাদের মুখরে বরিুদ্ধে দৃঢ় করছি, এবং তোমার কপাল তাদের কপালরে বরিুদ্ধে দৃঢ় করছি। চকমকি পাথররে চেয়েও কঠনি হীরকরে মতো আমি তোমার কপাল করছি; তাদের ভয় করো না, তাদের চাহনতি ভীত হয়ো না, যদগি তারা এক বদিরোহী গৃহ। আরও তিনি আমাকে বললেন, হে মানবপুত্র, আমি তোমাকে যে সমস্ত কথা বলব, সেগুলো হৃদয়ে গ্রহণ করো, এবং কানে শুনো। ইজকেয়িলে ২:১-৩:১০।

যখন খ্রিস্ট সেই ছোট পুস্তকটি নিয়ে অবতরণ করলেন—যা যোহন গ্রহণ করছিলেন এবং খয়েছিলেন—তখন তা তার মুখে "মধুর মতো মষিটি" ছিল। প্রকাশতি বাক্ষরে যোহন এবং ইজকেয়িলে—উভয়েই খ্রিস্টরে "হাত" থকে একটি বারতা গ্রহণ করছিলেন। ইজকেয়িলে—এবং সেইসঙ্গে যোহনও—"ইস্রায়লেরে গৃহ"—এর কাছে পোঁছে দেওয়ার জন্য একটি বারতা পয়েছিলেন; ইস্রায়লেরে বাইরে যাদের কাছে নয়। ইস্রায়লেরে বাইরে লোকরো যদা সেই বারতা শুনত, তারা তা গ্রহণ করত; কনিতু ইস্রায়লে নয়, কারণ ইস্রায়লেরে "সমস্ত গৃহ" "ধুষ্ট

ও হৃদয়-কঠনি"। ইস্রায়েলের সম্পূর্ণ গৃহ (সমস্ত গৃহ) পুরোপুরি অবাধ্য ছিল। ১৮৪০ সালে ইস্রায়েলকে প্রকাশ্যে বাক্যের দশম অধ্যায়ে অরণ্যে থাকা "মণ্ডলী" হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। তাদের পরীক্ষাকালরে পয়োলা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

যদও ইস্রায়েলে বার্তাটি শুনবে না, তবুও নবীকে আদেশে দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছে ছোট বইয়ের বার্তাটি পৌঁছে দিতে, যাত্রে প্রথম স্ববর্গদূতের আলোর প্রত্যাখ্যানেরে জন্ম তাদের দায়বদ্ধ করা যায়। বচার-গ্রন্থসমূহে তাদের 'মধ্য' য়ে 'নবী' ছিলেন তাঁর বার্তা শুনতে অস্বীকার করার জন্ম তাদের দায়ী ধরা হবে। নবীকে প্রত্যাখ্যান করা মানসে সেই বার্তাকহে প্রত্যাখ্যান করা, যা গাবরয়িলে স্ববর্গদূত নবীকে দিয়েছিলেন; আর তিনি নিজসে সেই বার্তা খ্রিস্টেরে কাছ থেকে পেয়েছিলেন, আর খ্রিস্ট তা পেয়েছিলেন পতির কাছ থেকে। যখন খ্রিস্ট তাঁর হাতে ছোট বইয়ের বার্তা নিয়ে নমে এলেন, তা তাঁর বাপ্তসিমেরে সময় পবতির আত্মা নমে আসার ঘটনার সমান্তরাল ছিল। সটে মোশরি জ্বলন্ত ঝোপেরে ঘটনায় পূর্বাভাসিত হয়েছিল, এবং ঠিক সেই একই মাইলফলক প্রত্যকে সংস্কার আন্দোলনেই বদ্বিমান।

"পৃথিবীতে ঈশ্বরেরে কাজেরে ধারা যুগে যুগে প্রত্যকে মহান সংস্কার বা ধর্মীয় আন্দোলনে বস্ময়কর সাদৃশ্য প্রদর্শন করে। মানুষেরে সঙ্গে ঈশ্বরের আচরণেরে নীতিগুলো সরবদাই একই থাকে। বর্তমানেরে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলোর অতীতে সমান্তরাল দৃষ্টান্ত রয়েছে, এবং পুরাচীন যুগে গরিজার অভিজ্ঞতায আমাদেরে সময়েরে জন্ম অতন্ত মূল্যবান শিক্ষা নহিত আছে।" মহা সংঘর্ষ, ৩৪৩।

১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট অটোমান আধিপত্যেরে অবসান (যে সময় যোহন ও ইজকেয়িলে খ্রিস্টেরে "হাতে" থাকা ছোট বইটি খিয়েছিলেন) ১৭৯৮ সালে "সমাপ্তিরে সময়"ে "আগমন" করা প্রথম স্ববর্গদূতের বার্তার "কষমতায়ন"কে চহ্নিতি করে। এটি মলিরাইটদেরে মুখ্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিয়মেরে নশ্চিতিকরণেরে মাধ্যমে "কষমতায়তি" হয়েছিল; "এক দিন সমান এক বছর" নীতি এরপর খ্রিস্ট তাঁর বাপ্তসিমেরে সময় যমেন করছিলেন, তমেনই মলিরাইটদেরে মন্দরিরে ভিত্তি স্থাপন শুরু করলেন।

নাথানয়িলেরে দোদুল্যমান বশ্বাস এখন দৃঢ় হল, এবং তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, 'রব্বা, আপনি ঈশ্বরেরে পুত্র; আপনি ইস্রায়েলের রাজা। যশু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে বলছিলাম যে আমি তোমাকে ডুমুর গাছেরে নচি দেখেছি—এই কারণে কতিমি বশ্বাস করে? এর থেকেও বড় বড় বিষয় তুমি দেখবে। এবং তিনি তাকে বললেন, সত্য সত্যি, আমি তোমাদেরে বলছি, এরপর তোমরা স্ববর্গ উন্মুক্ত হতে দেখবে, আর ঈশ্বরেরে স্ববর্গদূতরা মনুষ্যপুত্রেরে ওপর উঠছে ও নামছে।'

"এই প্রথম কয়কেজন শষ্বিরে মধ্যে ব্যকতগিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপতি হচ্ছিল। যোহন প্রথমতে তাঁর দুই শষ্বিক খ্রিস্টেরে দকিে নর্দিশে করলেন। তারপর তাদেরে একজন নিজেরে ভাইকে খুঁজে পলে এবং তাকে খ্রিস্টেরে কাছে নিয়ে এল। এরপর তিনি ফলিপিকে তাঁকে অনুসরণ করতে ডাকলেন, আর ফলিপি নখনয়িলেরে সন্ধানেরে বেরে হল।" Spirit of Prophecy, খণ্ড ২, ৬৬.

১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট খ্রিস্ট তাঁর হাতে খোলা ছোট বই নিয়ে অবতরণ করছিলেন—এ ঘটনা খ্রিস্টেরে পার্থবি ইতিহাসেরে সংস্কার আন্দোলনে পূর্বচত্রিতি ছিল, কারণ প্রতটি সংস্কার আন্দোলনেরে অভিন্ন পথচহ্ন থাকে। মোশরি এবং তিনি য়ে সংস্কার আন্দোলনেরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাতেও একই পথচহ্ন ছিল। জ্বলন্ত ঝোপে মোশরি অভিজ্ঞতা খ্রিস্টেরে বাপ্তসিমেরে সময় পবতির আত্মার অবতরণকে প্রতীকায়তি করছিলেন;

সটে আবার ১৮৪০ সালকে প্রতীকায়তি করছিলি; আর সটে আরও একবার ২০০১ সালরে ১১ সপ্টেম্বরকে প্রতীকায়তি করে, যখন প্রকাশতি বাক্ষ ১৮ অধ্যায়রে পরাক্রমশালী স্বর্গদূত অবতরণ করছিলিনে।

প্রথম স্বর্গদূতরে বার্তার 'আগমন', দ্বিতীয় স্বর্গদূতরে বার্তার 'আগমন' এবং তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তার 'আগমন'—সবই স্বর্গদূতদরে দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়ছে। প্রথম স্বর্গদূতরে হাতে একটি ছোট বই আছে, দ্বিতীয়জনরে হাতে একটি লেখা ছিলি এবং তৃতীয়জনরে হাতে একটি চর্মপত্র ছিলি। দুই বা তনিজনরে সাক্ষ্যে একটি সত্য প্রতীষ্টিতি হয়। তনিজন স্বর্গদূতই, তারা আগমনরে সময়ে হোক বা ক্ষমতাপ্রাপ্তির সময়ে, তাদের হাতে একটি বার্তা রয়ছে।

যখন প্রথম স্বর্গদূতরে বার্তাটি "শক্তপ্রাপ্ত" হয়ছিলি, তখন যারা সেই বার্তাটি খিয়েছিলি, তাদের প্রতিনিধিত্ব করনে যোহন ও ইজকেয়িলে। এটি ১৭৭৪ সালে প্রথম স্বর্গদূতরে বার্তাটি "এসছিলি" য়ে সময়, তার তুলনায় ভিন্ন একটি ঐতিহাসিকি মাইলফলক।

একটি বার্তার "আগমন" এবং তার "শক্তপ্রাপ্তি"র মধ্যয়ে পার্থক্যটি লক্ষ করার মতো অত্বনত গুরুত্বপূর্ণ এক ভদে। নমিনোক্ত অংশটি বিবিচেনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করুন য়ে প্রথম স্বর্গদূতরে উদ্দেশ্যটি প্রকাশতি বাক্ষ আঠারো অধ্যায়ে বরণতি সেই স্বর্গদূতরে উদ্দেশ্যরে সঙ্গে অভিন্ন, যনি নিজিরে মহমায় পৃথিবীকে আলোকতি করনে। আরও লক্ষ্য করুন, প্রতটি বার্তাই একটি বিভাজন সৃষ্টি করে, যার ফলে উপাসকদরে দুটি শ্রেণি গঠতি হয়।

আমাকে দেখনো হয়ছিলি য়ে, পৃথিবীতে চলমান কাজরে প্রতীসমগ্র স্বর্গ কতটা আগ্রহ নয়ছে। যশি এক পরাক্রান্ত স্বর্গদূতকে [প্রথম স্বর্গদূত] দায়িত্ব দলিনে নমে এসে পৃথিবীর অধিবাসীদের সতর্ক করতে, যাতে তারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনরে জন্ব প্রস্তুত হয়। স্বর্গে যশির উপস্থতি ত্যাগ করে যখন স্বর্গদূতটি রওনা হলো, তখন তার আগে আগে এক অতীব উজ্জ্বল ও মহমিনবতি আলো চলল। আমাকে বলা হলো, তার কাজ ছিলি তার মহমায় পৃথিবীকে আলোকতি করা এবং ঈশ্বররে আসন্ন করোধ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। অসংখ্য মানুষ সেই আলো গ্রহণ করল। তাদের মধ্যয়ে কটে কটে খুব গম্ভীর মনে হলো, আবার অন্যরা আনন্দতি ও পরমানন্দে বিভোর ছিলি। যারা সেই আলো গ্রহণ করছিলি, তারা সবাই স্বর্গরে দকি মুখ ফরিযি ঈশ্বরকে মহমা দলি। যদগু আলোটি সবার উপরই ছড়িয়ে পড়ছিলি, কটে কটে কবেল তার প্রভাবাধীন হলো, কনিতু আন্তরকিভাবে তা গ্রহণ করল না। অনকেই প্রবল করোধে পূর্ণ হলো। যাজক ও সাধারণ মানুষ দুষ্টিদরে সঙ্গে একত্র হয়ে সেই পরাক্রান্ত স্বর্গদূত বসিতার করা আলোর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতরোধ করল। কনিতু যারা তা গ্রহণ করছিলি, তারা জগত থেকে পৃথক হয়ে পরস্পরে সঙ্গে ঘনষ্টিভাবে ঐক্যবদ্ধ হলো।

শয়তান ও তার স্বর্গদূতরো আলো থেকে যত বেশি সম্ভব মানুষরে মনকে দূরে টানতে ব্য়স্তভাবে লপিত ছিলি। যারা তা প্রত্যাখ্যান করছিলি, তারা অন্ধকারে ফলে রাখা হলো। আমি দেখলাম, ঈশ্বররে এক স্বর্গদূত গভীরতম আগ্রহ নয়ি যারা নিজিদরে তাঁর লোক বলে দাবি করে তাদের পর্যবেক্ষণ করছনে, যনে স্বর্গীয় উৎসরে বার্তাটি তাদের সামনে উপস্থাপতি হলে তারা য়ে চরতির প্রকাশ করে, তা নথবিদ্ধ করনে। আর যশির প্রতী প্রমেরে দাবি করা বহু লোক যখন অবজ্ঞা, উপহাস ও ঘৃণার সঙ্গে সেই স্বর্গীয় বার্তা থেকে মুখ ফরিযি নলি, তখন হাতে চর্মলপিধরা এক স্বর্গদূত সেই লজ্জাজনক বিবরণ লখি রাখল। সমস্ত স্বর্গ ক্ষোভে পরপূর্ণ হয়ে উঠল য়ে যশিকে তাঁর দাবিক্ত অনুসারীদের দ্বারা এভাবে অবহেলা করা হলো।

প্রত্যাশা সময়ে তাঁদের প্রভুকে না দেখায় বিশ্বাসীদের হতাশা আমি দেখেছিলাম। ভবিষ্যৎ গোপন রাখা এবং তাঁর লোকদের সিদ্ধান্তের এক পর্যায়ে এনে দাঁড় করানোই ছিল ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। খ্রিস্টের আগমনের নরিদর্শিত সময় সম্পর্কে প্রচার না হলে, ঈশ্বরের পরকিলপতি কাজ সম্পন্ন হতো না। শয়তান অসংখ্য লোককে এমনভাবে পরচালিত করছিল যে তারা বিচার ও অনুগ্রহকালরে সমাপ্তির সঙ্কে সম্পর্কিত মহৎ ঘটনাগুলোকে বহুদূর ভবিষ্যতের বিষয় বলে মনে করত। মানুষকে এমন অবস্থায় আনা প্রয়োজন ছিল, যাত তারা বর্তমান প্রস্তুতির জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়।

সময়ের সাথে সাথে, যারা সম্পূর্ণভাবে স্বর্গদূতের আলো গ্রহণ করেনি, তারা বারতাটিকে যারা তুচ্ছ করছিল তাদের সঙ্কে এক হলো, এবং তারা হতাশদেরকে উপহাস-বদ্বিরূপে নশিনা বানাল। স্বর্গদূতরা খ্রিস্টের অনুসারী বলে যারা দাবি করত, তাদের অবস্থার চিন্তিত করলেন। নরিদর্শিত সময় পরে যি যাওয়া তাদেরকে পরীক্ষা ও যাচাই করছিল, এবং অনেকেই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হলে অপ্ৰতুল বলে প্রমাণিত হলো। তারা উচ্চকণ্ঠে নজিদের খ্রিস্টান বলে দাবি করত, তবু প্রায় প্রতিটি বিষয়েই খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলো। যশির নামধারী অনুসারীদের এই অবস্থায় শয়তান উল্লসিত হলো।

সে তাদের নজিরে ফাঁদে আটকে ফলেছিল। সে অধিকাংশকে সোজা পথ ত্যাগ করিয়েছিল, এবং তারা অন্য কোনো পথ দিয়ে স্বর্গে উঠতে চেষ্টা করছিল। স্বর্গদূতেরা দেখল যে সযিানে পাপীদের সঙ্কে এবং জগতপ্রমী ভণ্ডদের সঙ্কে নরিমল ও পবতির মশি গছে। তারা যশির সত্য শষিদের উপর পাহারা দিয়েছিল; কনিতু দুষতির পবতির উপর প্রভাব ফলেছিল। যাদের হৃদয় যশিকে দেখার তীব্র আকাঙ্কায় জ্বলছিল, তাদের তাঁর আগমনের কথা বলতে তাদের তথাকথিত ভ্রাতৃবর্গ নষিধে করছিল। স্বর্গদূতেরা সেই দৃশ্য দেখল এবং তাঁদের প্রভুর আবির্ভাবকে যারা ভালোবাসত, সেই অবশেষিতদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করল।

আরকেজন পরাকরমশালী স্বর্গদূত [দ্বিতীয় স্বর্গদূত] কে পৃথিবীতে অবতরণ করতে নযিক্ত করা হলো। যীশু তাঁর হাতে একটা লিখিত বারতা দলিনে, এবং তিনি পৃথিবীতে আসতেই উচ্চ স্বরে ঘোষণা করলেন, 'বাবলিন পততি হয়েছে, পততি হয়েছে।' তারপর আমি দেখলাম, হতাশরা আবার স্বর্গের দিকে চোখ তুলল, তাঁদের প্রভুর আবির্ভাবের জন্য বিশ্বাস ও আশায় চয়ে রইল। কনিতু অনেকেই যনে ঘুমিয়ে থাকা লোকের মতো এক ধরনের স্তব্ধতায় রয় গলে; তবু তাঁদের মুখমণ্ডলে গভীর বদেনার ছাপ আমি দেখতে পলাম। হতাশরা শাস্ত্র থেকে বুঝল যে তারা বলিম্বরে সময়ে রয়ছে, এবং দর্শনের পূরণ ঘটর জন্য তাদের ধরৈয়ের সঙ্কে অপেক্ষা করতে হবে। যে একই প্রমাণ তাঁদের ১৮৪৩ সালে তাঁদের প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতে উদ্বুদ্ধ করছিল, সটোই তাঁদের ১৮৪৪ সালে তাঁর প্রত্যাশায় থাকতে উদ্বুদ্ধ করল। তবু আমি দেখলাম, অধিকাংশের মধ্যয়ে ১৮৪৩ সালে তাঁদের বিশ্বাসকে যে উদ্যম চিন্তিত করছিল, সেই উদ্যম আর ছিল না। তাঁদের হতাশা তাঁদের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

যখন ঈশ্বরের লোকেরা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আহ্বানে ঐক্যবদ্ধ হলো, স্বর্গীয় বাহিনী গভীরতম আগ্রহ নযি সেই বারতার প্রভাব লক্ষ্য করল। তারা দেখল, খ্রিস্টান নামধারী অনেকেই হতাশ হয়ে পড়া লোকদের প্রতি তাচ্ছলি ও বদ্বিরূপ করল। বদ্বিরূপাতমক ঠোঁট থেকে যখন এই কথা উচ্চারিত হলো, 'তোমরা তো এখনও স্বর্গে ওঠোনি!'—একজন স্বর্গদূত সেগুলো লপিবিদ্ধ করলেন। স্বর্গদূত বললেন, 'তারা ঈশ্বরের বদ্বিরূপ করছে।' আমাকে প্রাচীন কালে সংঘটিত এক অনুরূপ পাপের দিকে ফরিয়ে দেখানো হলো। এলিয়াহ স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল, আর তাঁর চাদর এলিশার ওপর পড়ছিল। তখন

অধার্মকি যুবকরো, যারা তাদের পতিমাতার কাছ থেকে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করতে শিখিয়েছিল, এলিশার পছন্দ নলি এবং বদ্বিরূপ করে চিত্কার করল, 'উঠে যাও, ও টাকমাথা; উঠে যাও, ও টাকমাথা।' এভাবে তাঁর দাসকে অপমান করে তারা ঈশ্বরকেই অপমান করল এবং সেখানেই তৎক্ষণাৎ তাদের শাস্তি হিলো। অনুরূপভাবে, সাধুগণের স্বর্গে ওঠার ধারণা নিয়ে যারা ব্যঙ্গ-বদ্বিরূপ করেছে, তারা ঈশ্বরকে ক্রোধের পরদর্শন পাবে এবং অনুভব করতে বাধ্য হবে যে তাদের স্রষ্টার সঙ্গে খলোচ্ছলে আচরণ করা কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়।

যিশু অন্যান্য দবেদূতদের আদেশে দলিনে যনে তারা দ্রুত উড়ে গিয়ে তাঁর জনগণের মর্যাদা বশির্বাসকে পুনর্জীবিত ও শক্তিশালী করে এবং দ্বিতীয় দবেদূতের বার্তা ও স্বর্গে শীঘ্রই গ্রহণ করা হতে চলা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে বুঝতে তাদের প্রস্তুত করে। আমি দেখলাম, এই দবেদূতরা যিশুর কাছ থেকে বিপুল শক্তি ও আলো গ্রহণ করছে এবং তাদের দায়িত্ব পালন করতে, দ্বিতীয় দবেদূতের কাজে সহায়তা করার জন্য, দ্রুত পৃথিবীতে উড়ে আসছে। দবেদূতরা যখন ধ্বনি দিলি, 'দখে, বর আসতিছেনে; তোমরা তাঁহার সাক্ষাতে বাহরি হও,' তখন ঈশ্বরের লোকদের উপর এক মহান আলো উদ্ভাসিত হিলো। তারপর আমি দেখলাম, এই হতাশাগ্রস্তরো উঠে দাঁড়াল এবং দ্বিতীয় দবেদূতের সঙ্গে সুর মলিযি ঘোষণা করল, 'দখে, বর আসতিছেনে; তোমরা তাঁহার সাক্ষাতে বাহরি হও।' দবেদূতদের আলো সর্বত্র অন্ধকার ভেদে করে গলে। শয়তান ও তার দবেদূতরা এই আলো যনে ছড়িয়ে না পড়ে এবং তার নরিধারিত প্রভাব না ফলে, তা বাধা দিতে চেষ্টা করল। তারা স্বর্গীয় দবেদূতদের সঙ্গে বরোধে লিপিত হল, তাদের বলল যে ঈশ্বর লোকদের প্রতারিত করছেন, এবং তাদের সমস্ত আলো ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা পৃথিবীকে বশির্বাস করতে পারবে না যে খ্রিস্ট আসছেন। তবু শয়তান পথ আটকে দিতে এবং লোকদের মনকে আলো থেকে সরিয়ে নিতে যতই চেষ্টা করুক না কেন, ঈশ্বরের দবেদূতরা তাদের কাজ চালিয়ে গলে....

যখন যিশুর পরিচর্যা পবিত্র স্থানে সমাপ্ত হিলো, এবং তিনি অতপিবতির স্থানে প্রবেশ করে ঈশ্বরের বশির্ধারণকারী সনিকুরে সামনে দাঁড়ালনে, তখন তিনি জগতের কাছে তৃতীয় বার্তা নিয়ে আরকেজন পরাকরান্ত স্বর্গদূতকে পাঠালনে। স্বর্গদূতের হাতে একটা চর্মপত্র রাখা হিলো; এবং তিনি যখন শক্তি ও মহিমায় পৃথিবীতে অবতরণ করছিলেন, তখন তিনি মানবজাতির কাছে কখনো পোঁছানো সবচেয়ে ভয়াবহ হুমকিসহ এক ভীতজনক সতর্কবাণী ঘোষণা করলনে। এই বার্তাটি ঈশ্বরের সন্তানদের সতর্কবস্থায় রাখার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ছিল, তাদের সামনে যে প্রলোভন ও যন্ত্রণার সময় আসছে তা দেখিয়ে। স্বর্গদূত বললনে, 'তাদের জন্তু ও তার প্রত্মিরতির সঙ্গে ঘনষ্টি সংঘাতে আনা হবে। চরিত্রীবনের তাদের একমাত্র আশা হিলো অবচিল থাকা। তাদের প্রাণ বপিন্ হলেও, তাদের সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে।' তৃতীয় স্বর্গদূত তার বার্তা এভাবে সমাপ্ত করে: 'এখানে সাধুদের ধরৈয়; এখানে তারা আছে যারা ঈশ্বরের আদেশসমূহ পালন করে এবং যিশুর বশির্বাস রক্ষা করে।' তিনি যখন এই কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করছিলেন, তখন তিনি স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের দিকে ইঙ্গিত করলনে। যারা এই বার্তাকে গ্রহণ করে তাদের সবার মন অতপিবতির স্থানের দিকে নবিদ্ধ হয়, যখনে যিশু সনিকুরে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, যাদের জন্ম করুণা এখনো বদিয়মান এবং যারা অজ্ঞতাশত ঈশ্বরের বশির্ভেঙেছে—তাদের সকলের জন্ম তিনি তাঁর চূড়ান্ত মধ্যস্থতা করছেন। এই প্রায়শ্চিত্ত ধার্মকি মৃতদের জন্ম যমেন, তমেনা ধার্মকি জীবিতদের জন্মও করা হয়। এতে তাদের সবাই অন্তর্ভুক্ত, যারা খ্রিস্টের উপর ভরসা রখে মৃত্যুবরণ করেছে, কনিতু ঈশ্বরের আদেশসমূহের বিষয়ে আলোকপ্রাপ্ত না হওয়ায় তার বশির্ধান লঙ্ঘন করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে পাপ করেছে। আর্ল রাইটিংস, ২৪৫-২৫৪।

একই বইয়ের কয়কে পৃষ্ঠা পরে, সদ্য উল্লেখিত একই ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, সিস্টার হোয়াইট উল্লেখ করেন যে মলিরাইট ইতিহাসে তিনি বার্তার প্রত্যাখ্যান খ্রিস্টের ইতিহাসে প্রতরূপায়িত হয়েছিল। সেখানে তিনি দুটি সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন, যা ধাপে ধাপে চলা এক পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করে, যখনে পরবর্তী পরীক্ষায় এগোতে হলে প্রতটি পরীক্ষায় বজ্র অর্জন করা আবশ্যিক।

আমি দেখলাম একদল লোক যারা সতরক প্রহরায় ও অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে, সমাজের প্রতষ্টিতি বিশ্বাসকে অস্থির করতে চায় এমনদের কোনো প্রশ্রয় দিচ্ছে না। ঈশ্বর তাদের প্রত সন্তোষ প্রকাশ করলেন। আমাকে তিনি ধাপ দেখানো হলো—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা। আমার সঙ্গুগে থাকা স্বর্গদূত বললেন, 'ধিক তার, যে এই বার্তাগুলোর কোনো ইট নাড়াবে বা একটা পরেকেও সরাবে। এই বার্তাগুলোর সঠিক বোঝাপড়া অতনুত গুরুত্বপূর্ণ। আত্মদরের পরণিত নিরিভর করে এগুলো যভাবে গ্রহণ করা হয় তার ওপর।' আমাকে আবার এই বার্তাগুলোর মধ্য দিয়ে নামিয়ে আনা হলো, এবং আমি দেখলাম ঈশ্বরের লোকেরা কী বারিট মূল্য দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এটি অর্জিত হয়েছে বহু কষ্ট ও কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। ঈশ্বর তাদের ধাপে ধাপে পরিচালিত করছিলেন, যতক্ষণ না তিনি তাদের এক সুদৃঢ়, অচঞ্চল প্ল্যাটফর্মের ওপর স্থাপন করছিলেন। আমি দেখলাম, কচ্ছু ব্যক্তি প্ল্যাটফর্মটির কাছে এসে ভিত্তি পরীক্ষা করছে। কটে কটে আনন্দে সাথে সাথে তাত উঠল। আর কটে কটে ভিত্তির ত্রুটি খুঁজতে শুরু করল। তারা চাইছিল উন্নতি সাধন করা হোক, যাত প্ল্যাটফর্মটি আরও পরিপূর্ণ হয় এবং মানুষ অনেকে বেশী সুখী হয়। কটে কটে তা পরীক্ষা করার জন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে নামে এসে ঘোষণা করল যে এটি ভুলভাবে বসানো হয়েছে। কিন্তু আমি দেখলাম প্রায় সবাই প্ল্যাটফর্মের ওপর অটল দাঁড়িয়ে আছে এবং যারা নামে গিয়েছিল তাদের অভিযোগ থামাতে অনুরোধ করছে; কারণ ঈশ্বর ছিলেন প্রধান নিমাতা, আর তারা তাঁর বিরুদ্ধেই লড়ছিল। তারা ঈশ্বরের বিস্ময়কর কার্যসমূহ বর্ণনা করল, যা তাদেরকে সেই দৃঢ় প্ল্যাটফর্মের এনে দাঁড় করিয়েছিল, এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে উচ্চ স্বরে ঈশ্বরের মহিমা দিল। এর প্রভাবে যারা অভিযোগ করছিল এবং প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে নামে গিয়েছিল তাদের মধ্যে কচ্ছুজন প্রভাবিত হলো, এবং তারা বনিম্র চহোরায় আবার তাত উঠে এল।

আমার দৃষ্টি খ্রিস্টের প্রথম আগমনের ঘোষণার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যোহনকে এলিয়াহের আত্মা ও শক্তিতে [প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার প্রতরূপ] যীশুর পথ প্রস্তুত করতে পাঠানো হয়েছিল। যারা যোহনের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করছিল, তারা যীশুর শিষ্যের দ্বারা উপকৃত হন [দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার প্রতরূপ]। যে বার্তা তাঁর আগমনকে পূর্বঘোষণা করছিল, সেই বার্তার প্রত তাদের বিরোধিতা তাদের এমন অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল যে তিনি যে মশীহ, তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণটিও তারা সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। শয়তান যোহনের বার্তাকে যারা প্রত্যাখ্যান করছিল, তাদের আরও দূর পর্যন্ত চালিত করল, যনে তারা খ্রিস্টকেও প্রত্যাখ্যান করে কবুশবদ্ধ করে [তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার প্রতরূপ]। এভাবে তারা নিজদের এমন স্থানে নিয়ে গলে যে পন্টেকেষ্টের দিনে যে আশীর্বাদ তারা পতে পারত, তা তারা গ্রহণ করতে পারল না, [প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের স্বর্গদূতের প্রতরূপ] যা তাদের স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে প্রবশের পথ শেখাত। মন্দরিরে পর্দা ছুঁড়ে যাওয়া দেখিয়েছিল যে ইহুদদের বলি ও বধিবিধান আর গ্রহণযোগ্য থাকবে না। মহান বলদান প্রদানও করা হয়েছিল এবং তা গ্রহণও করা হয়েছিল; এবং পন্টেকেষ্টের দিনে অবতীর্ণ পবিত্র আত্মা শিষ্যদের মনকে পার্থবি পবিত্রস্থান থেকে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের দিকে নিয়ে গিয়েছিল, যখনে

যীশু তাঁর নিজ রক্তের দ্বারা প্রবশে করছিলেন, যাতে তিনি তাঁর শিষ্যদের উপর তাঁর প্রায়শ্চিত্তের সুফল বর্ষণ করতে পারেন। কিন্তু ইহুদরি সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়ে গেল। উদ্ধারের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তারা যে সমস্ত আলো পতে পারত, তার সবই হারাল, তবুও তারা তাদের নিষ্ফল বলি ও নবিদেনে ভরসা করে চলল। স্বর্গীয় পবিত্রস্থান পার্থবিটরি স্থান নষিছিলি, তবুও এই পরবির্তন সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। অতএব পবিত্রস্থানে খ্রিস্টের মধ্যস্থতার দ্বারা তারা উপকৃত হতে পারল না।

অনেকেই আতঙ্কভরে তাকায় ইহুদদের সেই কার্যপন্থার দিকে, যাতে তারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ক্রুশবদিধ করছিলি; এবং তাঁর লাঞ্ছনার ইতিহাস পড়তে পড়তে তারা মনে করে যে তারা তাঁকে ভালোবাসে, এবং পতিরের মতো তাঁকে অস্বীকার করত না, বা ইহুদদের মতো তাঁকে ক্রুশবদিধও করত না। কিন্তু যিনি সবার হৃদয় পড়নে সেই ঈশ্বর তাদের যিশুর প্রতি যে প্রমে অনুভব করার দাবি তারা করছিলি সটেকি পরীক্ষায় এনেছে। সমগ্র স্বর্গ প্রথম স্বর্গদূতেরে বার্তার গ্রহণকে গভীরতম আগ্রহে লক্ষ্য করছিলি। কিন্তু অনেকে, যারা যিশুকে ভালোবাসে বলে স্বীকার করত এবং ক্রুশের কাহিনী পড়ে অশ্রুপাত করত, তাঁর আগমনের সুসমাচারকে বিদ্রূপ করল। আনন্দে সঙগে বার্তাটি গ্রহণ করার বদলে তারা একে ভ্রান্তি বলে ঘোষণা করল। তারা তাঁর আবির্ভাবকে যারা ভালোবাসত তাদের ঘৃণা করল এবং গরিজা থেকে তাদের বের করে দলি। যারা প্রথম বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করছিলি তারা দ্বিতীয়টির দ্বারা কোনো উপকার পতে পারল না; তেমনি তারা মধ্যরাত্রির আর্তনাদ দ্বারা—যা তাদেরকে বিশ্বাসের দ্বারা যিশুর সঙগে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে অন্তঃপবিত্রস্থানে প্রবশেরে জন্ম প্রস্তুত করার কথা ছিলি—কোনো উপকার পায়নি। আর পূর্বেরে দুইটি বার্তা প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা তাদের বোধ এতটাই অন্ধকার হয়ে গেছে যে অন্তঃপবিত্রস্থানে প্রবশেরে পথ দেখানো তৃতীয় স্বর্গদূতেরে বার্তায় তারা কোনো আলোই দেখতে পায় না। আমি দেখলাম, যমেন ইহুদরি যিশুকে ক্রুশবদিধ করছিলি, তমেনই নামমাত্র গরিজাসমূহ এই বার্তাগুলিকে ক্রুশবদিধ করেছে; অতএব অন্তঃপবিত্রস্থানে প্রবশেরে পথ সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নই, এবং সেখানে যিশুর মধ্যস্থতার দ্বারা তারা কোনো উপকার পতে পারেনা। ইহুদদের মতো, যারা তাদের নিরর্থক বলদান পশে করত, তারাও যিশু যে কষ্ট ত্যাগ করছেন সেই কষ্টেরে উদ্দেশে তাদের নিরর্থক প্রার্থনা উত্থাপন করে; এবং শয়তান, এই প্রতারণায় সন্তুষ্ট হয়ে, ধর্মীয় চরিত্র ধারণ করে, এবং তার শক্তি, তার চহিন ও মথিয়া আশ্চর্যকরমেরে দ্বারা কাজ করে, এই স্বঘোষিত খ্রিস্টানদের মনকে নিজেরে দিকে নষি যায়, তাদেরকে তার ফাঁদে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করার জন্ম। প্রারম্ভিক লখাবলী, ২৫৮-২৬১।

Early Writings বইয়ের অংশগুলো Future for America মনিস্ট্রির মাধ্যমে বারবার শেখানো হয়েছে। কিন্তু এই অংশগুলো যে সত্যগুলো তুলে ধরে, সেগুলো অলক্ষ্যই হয়ে গেছে।

বাইবেলে বর্ণিত কয়েকটি সংস্কারমূলক আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে মিলারাইট আন্দোলনের ইতিহাসেরে মাইলফলকগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি সংস্কারমূলক আন্দোলনে যে মাইলফলকগুলো দেখা যায়, সেগুলোর সঙগে কিছুটা পরিচিতি থাকলে, কোনো বার্তা কখন "আগমন করে" এবং কখন তা "শক্তিপ্রাপ্ত হয়"—এই পার্থক্যেরে তাৎপর্য বোঝা বেশে অসম্ভব। এছাড়াও, সমান্তরাল সংস্কারমূলক আন্দোলনের সঙগে পরিচিতি অনেকেই সম্ভবত এসব আন্দোলনের বিভিন্ন মাইলফলকেরে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেননি।

"সাতটি বিজুরধ্বনি", যা অ্যাডভেন্টবাদরে সূচনালগ্নরে ঘটনাবলি এবং অ্যাডভেন্টবাদরে শেষলগ্নরে ঘটনাবলিকে প্রতিনিধিত্ব করে, সটেই হিলো সইে আলো যা অনুগ্রহরে সময় বন্ধ হওয়ার ঠকি আগে মোহর খোলা হয়। আমাদের জানানো হয়েছে যে "সাতটি বিজুরধ্বনি" উভয়ই প্রতিনিধিত্ব করে—"প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতরে বার্তার অধীনে সংঘটিত হবে এমন ঘটনাবলির একটি রূপরখো", এবং "ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি, যা তাদের ক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে"। "সাতটি বিজুরধ্বনি"-তে আলফা ও ওমগোর স্বাক্ষর নহিতি আছে।

"প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতরে বার্তার অধীনে" সংঘটিত যে "ঘটনাবলীর রূপরখো", তা তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তার অধীনে সংঘটিত ঘটনাবলিকে প্রতীকায়তি করে। যখন যোহনকে সাতটি বিজুরধ্বনি যা উচ্চারণ করছিল তা না লখিত আদেশে দেওয়া হয়েছিল, তখন সইে আদেশটি আগই প্রতীকায়তি ছিল—দানয়িলেকে তাঁর বই সীল করে রাখতে যে আদেশে দেওয়া হয়েছিল, তার দ্বারা; কারণ আমাদের জানানো হয় যে "সাতটি বিজুরধ্বনি তাদের স্বর উচ্চারণ করার পর, ছোট বইটি সম্পূর্ণক যেভাবে দানয়িলেকে নর্দিশে দেওয়া হয়েছিল, সইে যোহনের কাছেও নর্দিশে আসে: 'সাতটি বিজুরধ্বনি যা উচ্চারণ করেছে, সগেলো সীল করে রাখ।'"

ইজকেয়িলে ও যোহন উভয়ই ১৮৪০ সালে প্রথম স্বর্গদূতরে ক্ষমতাপ্রাপ্তির সময় ঈশ্বরের লোকদরে বার্তাটি খাওয়া চিত্রিত করেন, এবং নবী যরিময়িহ চিত্রিত করেন সইে হতাশা, যা প্রথম স্বর্গদূতরে বার্তাটি ব্যর্থ বলে প্রতীয়মান হলে ঈশ্বরের লোকদরে মধ্য ঘটছিল।

তোমার বাক্যগুলি আমি পলোম, আর আমি সগেলো গ্রাস করলাম; আর তোমার বাক্য আমার হৃদয়রে আনন্দ ও উল্লাস হয়ে উঠল; কারণ আমাকে তোমার নামে ডাকা হয়, হে সনোবাহনীর প্রভু ঈশ্বর। আমি বিদ্রূপকারীদের সভায় বসনি, আনন্দও করনি; তোমার হাতরে কারণে আমি একা বসেছিলাম; কারণ তুমি আমাকে রোষে পূর্ণ করেছ। আমার যন্ত্রণা অবরাম কনে, আর আমার ক্ষত কনে আরোগ্যহীন, যা কছিতই সারনে? তুমি কি সম্পূর্ণরূপে আমার কাছে এক মথিযাবাদীর মতো হবে, আর এমন জলরে মতো, যা শুকয়ি যায়? অতএব প্রভু এই কথা বলনে, যদিতুমি ফিরি আস, তবে আমি তোমাকে আবার ফরিযি আনব, আর তুমি আমার সামনে দাঁড়াব; আর যদিতুমি নিক্টিরে মধ্য থেকে মূল্যবানটকি বের করে আনো, তবে তুমি আমার মুখপাত্ররে মতো হবে; তারা যনে তোমার কাছে ফরি আসে, কনিতু তুমি তাদের কাছে ফরি য়েো না। আর আমি তোমাকে এই জাতরি বিরুদ্ধে এক দুর্গবদ্ধ পতিলরে প্রাচীর করে দেবে; তারা তোমার বিরুদ্ধে লড়বে, কনিতু তোমার উপর জয়ী হতে পারবে না; কারণ আমি তোমার সঙগে আছিতোমাকে রক্ষা ও মুক্তদিতি, প্রভু বলনে। আর আমি তোমাকে দুষ্টিদরে হাত থেকে উদ্ধার করব, আর ভয়ংকরদের হাত থেকে মুক্ত করে নেবে। যরিময়ি ১৫:১৬-২১।

যরিময়ি যমেন যোহন ও ইজকেয়িলেরে মতোই ছোট বইটির বাণী পয়েছিলেন, এবং তিনিও সইে বার্তাটি খয়েছিলেন; কনিতু সইে বার্তাটি এমন এক বার্তা (জেল) হয়ে গয়িছিলি, যা ব্যর্থ হয়েছিলি। এটা যনে ঈশ্বরের মথিযা বলছেন—যা অবশ্যই অসম্ভব—কনিতু "মথিযা"র অভয়িগটি হাবাকুককে উপস্থাপতি প্রথম মলিরাইট হতাশার প্রক্শাপটে যরিময়িককে স্থাপন করার চাবকিঠি দিয়ে।

আমি আমার প্রহরাস্থলে দাঁড়াব, মনিারে অবস্থান নেবে, এবং তিনি আমাকে কী বলবেন ও যখন আমাকে তিরস্কার করা হবে তখন আমি কী উত্তর দেবে, তা দেখবার জন্য নজর রাখব। প্রভু আমাকে উত্তর দিয়ে বললনে, দর্শনটি লখি তা ফলকরে উপর স্পষ্ট করে দাও, যাতে যে পড়ে, সে দৌড়তে পারে। কারণ দর্শনটি নিরিধারতি সময়রে জন্যই; কনিতু

শেষে তা কথা বলবে এবং মথিয়া বলবে না। যদিও তা বলিম্ব করে, তবু তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা অবশ্যই আসবে, বলিম্ব করবে না। হবক্কুক ২:১-৩।

প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার দর্শনটি ১৮৪৩ সালের অগ্রদূতদের চার্টে লেখা ছিল, যা ঈশ্বরের "হাত" দ্বারা পরিচালিত ছিল।

"আমি দেখেছি যে ১৮৪৩ সালের চার্টটি প্রভুর হাতের দ্বারা নির্দেশিত ছিল, এবং এটি পরিবর্তন করা উচিত নয়; সংখ্যাগুলি ঠিকি তাঁর ইচ্ছামতোই ছিল; তাঁর হাত তার উপর ছিল এবং কচ্ছি সংখ্যার মধ্যে থাকা একটি ভুলকে আড়াল করছিল, যাতো তাঁর হাত সরানো পর্যন্ত কউে তা দেখতে পারত না।" Early Writings, 74.

১৮৪৩ সালের "নির্ধারণিত সময়" চার্টে উপস্থাপিত ছিল, আর সে কারণেই তাকে ১৮৪৩ সালের চার্ট বলা হয়। এটি ১৮৪২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, হাবাক্কুকের নির্দেশে—"দর্শনটি লিখে, এবং তা ফলকসমূহের উপর স্পষ্ট করে দাও"—পালনের উদ্দেশ্যে। "ফলকসমূহ" শব্দটি বহুবচন হওয়ায় বোঝা যায় যে প্রভু ১৮৪৩ সালের চার্টের ভুলটির উপর থেকে তাঁর হাত সরিয়ে নেওয়ার পর, তা ১৮৫০ সালের অগ্রদূত চার্টে সংশোধিত হবে। এই ভুল প্রথম হতাশার জন্ম দিয়েছিল, এবং যরিময়িহ প্রতিনিধিত্ব করেনে তাদের, যারা ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ ছোট্ট পুস্তকটি খিয়েছিলেন এবং ১৮৪৩-এর নির্ধারণিত সময়টি পূরণ না হওয়ায় হতাশ হয়েছিলেন।

যখন যরিময়ি ১৮৪০ সালে ছোট্ট বইটি খিয়ে নিয়েছিলেন, তা তাঁর হৃদয়ের "আনন্দ ও উল্লাস" ছিল; কিন্তু যখন হতাশা এল, তিনি আর "আনন্দিত" ছিলেন না, এবং তিনি ঈশ্বরের "হাত"-এর কারণে "একা বসেছিলেন"। ঈশ্বরের হাত "কচ্ছি হিসাবের মধ্যে একটি ভুল" ঢেকে রেখেছিল, ফলে যরিময়ি এই সম্ভাবনাটি বিবেচনা করলেন যে ঈশ্বর মথিয়া বলছেন। যরিময়িকে দেওয়া প্রতীকিত্ব ছিল, যদি তিনি তাঁর নৈরাশ্য থেকে "ফরিয়ে আসেন", তবে ঈশ্বরের যরিময়িকে তাঁর "মুখ" স্বরূপ করবেন। যদি যরিময়ি তাঁর হতাশা থেকে ঈশ্বরের কাছে ফরিয়ে আসতেন এবং বুঝতে পারতেন যে তিনি দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের বলিম্বের সময়ে আছেন, তাহলে ঈশ্বরের তাঁকে এমন এক মুখপাতর হিসেবে ব্যবহার করতেন, যিনি সূর্যদর্শিত্বের নরিণয় করবেন যে দর্শনটি ঠিকি কখন এসে উপস্থিত হবে এবং আর বলিম্ব করবে না।

এখানে এই তথ্যগুলো উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হলো প্রমাণ করা যে প্রত্যেকে স্বর্গদূতের বার্তার সাথে সাথে তাদের "আগমন" ও "ক্ষমতায়ন" এমন এক জীবন-মৃত্যুর বারতা উপস্থাপন করে, যা দুই শ্রেণির উপাসক সৃষ্টি করে। তিনি স্বর্গদূত একটি ক্রমান্বয়িক পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়ার তিনিটি ধাপ। আমাদের অভ্যপিতে বিষয়ের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো যে, ১৯৮৯ সালে "সময়ের শেষে" আগমনের পরপরই যখন দানয়িলের শেষে ছয়টি পদ উন্মোচিত হয়ে বিচারের সমাপ্ত ঘোষণা করেছিল, তখনই "সাত বজুর" সম্পর্কে বোঝাপড়াটি স্বীকৃতি পেয়েছিল; তবু তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসের শেষে "সাত বজুর"-এর আরকেটি উন্মোচন ঘটবে।

অ্যাডভেন্টবাদে সূচনার ইতিহাস শুরু হয় ১৭৯৮ সালে প্রথম স্বর্গদূতের সলিমোহর খুলে দেওয়ার মাধ্যমে, এবং তা শেষে হয় এমন এক সত্যের সলিমোহর খুলে দেওয়ার মাধ্যমে, যটেকি একটি হতাশা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁর হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। এরপর তিনি তাঁর হাত সরিয়ে নলিনে (সলিমোহর খুললেন), এবং প্রতীক্ষাকালের বারতা প্রকাশ করলেন।

অ্যাডভেনেটবাদরে সমাপ্তরি ইতহিস শুরু হয় ১৯৮৯ সালে তৃতীয় স্ববর্গদূতরে বার্তার মোহর খোলা দয়ি, এবং তা শেষে হয় এমন এক সত্বরে উন্মোচনের মাধ্যমে, যটে প্রভু একটা নরিশা ঘটানোর জন্ব তাঁর হাত দয়ি ঢেকে রেখেছেলিনে। এখন তনি তাঁর হাত সরয়ি নচ্ছনে, ফলে প্রথম নরিশা ও অপক্ষাকালরে বার্তা উন্মোচতি হচ্ছ। তনি ১৮ জুলাই, ২০২০-এর উদ্দেশ্য উন্মোচন করছনে।

অতএব প্রভু এইরূপ বলনে, যদি তুমি ফরি আসো, তবে আমতিমাকে আবার ফরয়ি আনব, আর তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াবে; আর যদি তুমি নিকিষ্টরে মধ্য থেকে মূল্যবানটকি পৃথক করো, তবে তুমি আমার মুখরে ন্যায় হবে; তারা তোমার দকি ফরি আসুক, কিন্তু তুমি তাদের দকি ফরি য়েো না। আর আমতিমাকে এই জনগণরে বরিদ্ধে এক দৃঢ় পতিলরে প্রাচীর করে দবে; তারা তোমার বরিদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু তারা তোমার বরিদ্ধে জয়ী হতে পারবে না; কারণ আমতিমার সঙ্গে আছি—তোমাকে রক্ষা করতে ও মুক্তি দতি, প্রভু বলনে। আর আমতিমাকে দুষ্টদের হাত থেকে উদ্ধার করব, আর ভয়ংকরদের হাত থেকে তোমাকে ছাড়য়ি নেবে। যরিময়ি ১৫:১৯-২১।